যুগান্তর

JUL 06 2002
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কৃষি ক্যাম্পাসের 'ইংলিশ সোসাইটি'

মোঃ জাহেদুল আলম রুবেল

পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদের তীরঘেঁষে প্রকৃতি আর ইট-পাথরের দালানের বিমূর্ত সারথি মিশিয়ে গড়ে উঠেছে প্রাণবন্ত এক কৃষি নগরী। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নামেই যার বিশ্বজোড়া পরিচিতি। সেই ক্যাম্পাসেরই অঙ্কুর থেকে গজিয়ে ওঠা একদল টগবগে তারুণ্য। দুরন্ত তারুণ্যের দল এবার সুতোয় গেঁথেছে অনন্য এক মাইলস্টোন। মুখে ফুটেছে ইংরেজদের বুলি। শ্রম, মেধা আর দক্ষতা দিয়ে ক্যাম্পাসে প্রসব করিয়েছে ইংলিশ সোসাইটির। এ যেন ইংরেজি শিক্ষার নয়া দিগন্তের উন্মোচন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এই সংগঠনটি তার ব্যতিক্রমী কার্যক্রমের জন্য ইতিমধ্যে আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ইংরেজিতে পারদর্শী ক্যাম্পাসের তুখোড় তারুণ্যের দল এই সোসাইটির পিতামাতা।

এই সংগঠনের সহ-সভাপতি রওশন জামাল জুয়েল তার প্রাণপ্রিয় সংগঠনটিকে নিয়ে বললেন, ইংরেজিতে পটু কিছু আগ্রহী ছাত্রের উদ্যোগে ১৯৯৭ সালে 'ইংলিশ সোসাইটির' যাত্রা শুরু হয়। প্রথমদিকে হল পর্যায়ে ইংরেজি চর্চার আয়োজন করা হয়। ১৯৯৯ সালে এসে এই সোসাইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে অনুমোদন লাভ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই সংগঠনটি ইংরেজিতে বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা, সেমিনার, কুইজ প্রতিযোগিতা, ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছে।

সম্প্রতি 'ইংলিশ সোসাইটি' বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের সহযোগিতায় আমেরিকার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'রেসোডেল' থেকে আগত ৬ তরুণ-তরুণী ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের জন্য আয়োজন করেছিল 'ইংলিশ ভাষা কোর্স'। এর ফলে ক্যাম্পাসে ইংরেজি শেখার জন্য ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

'ইংলিশ সোসাইটি'র বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪০০। একটি নির্বাহী কমিটি ও ২০ জন শিক্ষকের সমন্বয়ে গঠিত একটি উপদেষ্টা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এই সংগঠন। ছাত্রদের দেয়া চাঁদার মাধ্যমে সংগঠনটির যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। 'ইংলিশ সোসাইটি'র কর্মদক্ষতার কারণেই গত ২৫ এপ্রিল কৃষি অনুষদ পশ্চিম ভবনে নবনির্মিত অত্যাধুনিক ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবের ফিতা কাটেন শিক্ষামন্ত্রী প্রফেসর ড. এম ওসমান ফারুক।

আমেরিকা থেকে আগত 'রেসোডেল' এর সদস্যরা বাকৃবি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করছে

'ইংলিশ সোসাইটি'র এই উদ্যোগকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করলে দেশের অপরাপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ইংরেজি শিক্ষার এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে।